Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২২ জানুয়ারি, ২০১৮, সোমবার, ৮ মাঘ, ১৪২৪

ত্রিপুরার পাশে বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি : ত্রিপুরা সংহতি তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য এ দিন বর্ধমান শহরের রাস্তায় নামলেন সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মীরা। অর্থ সংগ্রহ মিছিলে ছিলেন অমল হালদার। সি পি আই (এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ত্রিপুরার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন বর্ধমান শহরের ব্যবসায়ী পথচলতি মানুষ, রিক্সা, টোটো চালক, হকাররা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ত্রিপুরাতে উপজাতি ও অনু উপজাতিদের মধ্যে আর. এস. এস. এবং বিজেপি বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে। বর্ধমান শহর ছাড়াও এদিন শক্তিগড়, বড়শুল, হাটগোবিন্দপুর, মণ্ডলগ্রাম, মালম্বা, কুচুট, বোহার বাজারেও ত্রিপুরার সংহতি তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

জেল ভরো কর্মসূচি সফল করতে সি.আই.টি.ইউ. কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি : সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি, ১২ জুলাই কমিটি এবং সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে বর্ধমান শহরের পারবীরহাটায় কর্মচারী ভবনে একটি গণকনভেনশন হয়। রাজ্যের আইন অমান্য ও জেল ভরো আন্দোলনের কর্মসূচীর সমর্থনে এই কনভেনশন। বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার, অঞ্জন চ্যাটার্জী, প্রণব আইচ, সুজিত নন্দী, করালী চ্যাটার্জী, মধুমিতা রায়, রণজিৎ দত্ত প্রমুখ। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি জেলায় জেলায় আইন অমান্য ও জেল ভরো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মূল দাবি শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা, এফ.আর.ডি.আই. জনবিরোধী বিল বাতিল সহ বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সমর্থনে কনভেনশনে প্রস্তাব পাঠ করেন সুকান্ত কোঙার। এ দিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রণব আইচ বলেন, দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে একশো লক্ষ কোটি টাকা ও বিমাতে ১৯ লক্ষ কোটি টাকা আমানত গচ্ছিত আছে। একে কেন্দ্র করে লগ্নিপুঁজির নজর পড়েছে। লক্ষ্য এই আমানতে থাবা বসানো। জনগণের এই বিশাল আমানত পাহাড়া দিচ্ছে অশোক স্তম্ভ। অশোকস্তম্ভকে পাহারা দিচ্ছে দেশের বামপন্থীরা। তাই বামপন্থী ও শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। আগামী কর্মসূচিকে সফল করতে ঘরে ঘরে যেতে হবে। সেই প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানানো হয় এ দিন কনভেনশনে।

বর্গা গুজব : মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কৃষকসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বোরো চাষে ডিভিসি কোন কোন খালে জল দেবে তা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। কিন্তু মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, ভাতাড় প্রভৃতি এলাকায় ভাগচাষিরা এবার আর জমি চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মঙ্গলকোটের এমন এক চাষি অমলেন্দু গোস্বামী। ২৫ বিঘা জমির মালিক, সবটাই বোরো চাষে ভাগ দেয়। এবার সবটাই টাকা ফেরত। ভাতাড়ের ফোকলা সেখ, সুধাময় দাস এবার বীজতলা তৈরি করেছে ভাগে চাষ করবে বলে। কেউ রাজি হচ্ছে না ভাগ চাষ দিতে। বীজতলা নষ্ট হওয়ার মুখে। দুটো চাষে মার খাওয়ার পর এই চাষে লাভের আশায় ভাগচাষ করার কথা। কিন্তু চাষ এখন অকুল পাথারে, চুক্তি চাষ অথবা ভাগে চাষ কোনটাতেই এবার রাজি নয় জমির মালিক এবং ভাগে চাষ করা ক্ষেতমজুর অথবা ভাগচাষি। কেন এমন ঘটলো? উত্তর জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর মাটি উৎসবের পর সুকৌশলে গুজব ছড়িয়েছে যে, বোরোতে তিন মাস চাষ করলেই জমি বর্গা হবে। সরকার নাকি এমনই আইন আনছে। দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়তেই কোথাও আগাম নেওয়া টাকা ফেরত। আবার কোথাও জমির মালিক জমি ফেলে রাখবে তবু ভাগে দিতে রাজি নয়— এমনই অবস্থা।

এই গুজবের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষকসভা। তাদের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবের পরই এই গুজবের উদ্ভব। যার সঙ্গে বর্তমান আইনের কোন বাস্তবতা নেই। ১৭ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা এই গুজবের বিরুদ্ধে ১৯৮৪ সালের হাইকোর্টের রায়ের এক প্রতিলিপি তুলে ধরেন। কৃষকসভার জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন এবং সভাপতি উদয় সরকার এই গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় জানান, ইতিমধ্যে মঙ্গলকোট ব্লক এবং মন্তেশ্বর ব্লকে কৃষকসভা ডেপুটেশন দিয়েছে। সাংবাদিক, প্রশাসনের কাছে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে গরিব চাষি, ক্ষেতমজুরদের মনে ভরসা জাগে। গুজব থেকে চাষিদেরকে সরাতে না পারলে জেলাতে উৎপাদন কমবে। শস্যভাণ্ডার পূর্ব বর্ধমান জেলা পড়বে সংকটে।

পশ্চিমতামাঘাট গ্রামে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের দাবি জানাল সি পি আই (এম)

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ জানুয়ারি : পশ্চিমতামাঘাট গ্রামে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৯টি পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেন সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সেচ দপ্তরের অপরিকল্পিত প্রতিরোধ কর্মসূচির ফলে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের অন্তর্গত মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমতামাঘাট গ্রামে ১৫টি পরিবারের বসতবাড়ি সম্প্রতি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। গ্রামের মোট ৩৯টি পরিবারের জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সি পি আই (এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পশ্চিমতামাঘাট গ্রাম পরিদর্শন করেন দলের নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রাজ্য মহিলা সমিতির সভানেত্রী অঞ্জু কর, সি পি আই (এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, সি আই টি ইউ নেতা দয়াল ঘোষ ও এরিয়া কমিটির সদস্য বিন কাশিম সেখ প্রমুখ।

অঞ্জু কর বলেন, ভাঙন প্রতিরোধের কাজ দেখে হতাশ হয়েছি আমরা। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে অপরিকল্পিত কাজ করছে সেচ দপ্তর। আর এতে খেসারত দিতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। তাদের বাড়িঘর, সম্পত্তি সব নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। যেখানে বাঁশের খাঁচা করে পাথরের বোল্ডার দিয়ে পাথরের বর্ডার করে তারের জাল বেঁধে কাজ করা দরকার তা না করে নদীর অপর পাড়ের চর থেকে বালির বস্তা বেঁধে নদীর জলে ফেলা হচ্ছে। পলিথিনের বস্তা নাইলনের দড়িতে বেঁধে নদীতে ফেলা হচ্ছে। স্রোতের বিপরীতে কাজ করার ফলে ভাঙনের মাত্রা বেড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকেদের পূর্ণবাসন ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব দাবি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, জমায়েত ও বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশন ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।

২৩ জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস পালন করুন

বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা ও সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ২১ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের 'বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা' ও 'সাইকেল র‍্যালি' কে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালো ইস্পাতনগরী। ১৯ জানুয়ারি বীরভূমের মারগ্রাম থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে সবার দেশ আমাদের দেশ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অপ-বিজ্ঞান এর বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে সাইকেল র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দুটি ও দক্ষিণবঙ্গে চারটি বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা ও সাইকেল র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জাঠা দুটি ২৩ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে ও দক্ষিণবঙ্গের জাঠা চারটি ২৮ জানুয়ারি কোলকাতার রানী রাসমনি রোডের সমাবেশে এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে।

ইস্পাতনগরীতে জাঠা পৌঁছালে, বি.টি.রণদিভে ভবনে হিন্দুস্থান স্টিল

—এরপর চারের পাতায়

বোরো চাষের জন্য জল কোথায় কোথায় যাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ জানুয়ারি : পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে এবার বর্ধমান জেলাতে ডিভিসি-র ছাড়া জলে বোরো চাষ হবে ৯০ হাজার একর জমিতে। যা আশার থেকে অনেকটাই কম। কেননা এবার পূজার পরে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে তা তুলনায় অনেকটাই কম। দুর্গাপুর ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে লিকেজের কারণে জমা জলের অনেকটাই অপচয় ঘটেছে। ফলে ডি.ভি.সি. কর্তৃপক্ষ বোরো চাষিদের বঞ্চিত করে মোট ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জল দিচ্ছে। যা দিয়ে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান সহ চার জেলাতে ১ লাখ ৪৪ হাজার একর জমিতে চাষ হবে। ৩০ জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে রোটেশন পদ্ধতি মেনে জল ছাড়া হবে। গতবার যে খালগুলি জল পেয়েছিল এবার সেগুলি বন্ধ থাকবে। যে যে খালগুলিতে এবার জল ছাড়া হবে—

পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২০১৭-১৮ সালের বোরো চাষের জন্য ডিভিসি জল সরবরাহ করার কর্মসূচী (কোন কোন খাল দিয়ে জল দেওয়া হবে বা বন্ধ থাকবে)

১. এল. বি. এম.সি-সিরিজ (দুর্গাপুর থেকে পুড়শা)

ক. ওয়াটার কোর্স-২২৮ পুরো খাল, খ. ওয়াটার কোর্স-২২ পুরো খাল, গ. এম.সি.-৮০ চেন পর্যন্ত, ঘ. এম.সি.-২-৫০ চেন পর্যন্ত, ঙ. এম.সি.-৩-মারো পর্যন্ত, চ. ডিস্ট্রিবিউটরি-এ-১০০ চেন পর্যন্ত, ছ. এল.-২-১২০ চেন পর্যন্ত, জ. এল.৩-১০০ চেন পর্যন্ত, ঝ. এল.-৩/এ-১০০ চেন পর্যন্ত, ঞ. এল.-৪-১০০ চেন, ট. ডিস্ট্রিবিউটরি বি.এল.-২-১০০ চেন পর্যন্ত, ঠ. এল-৩ এ/১-৫১ চেন পর্যন্ত জল যাবে।

বি.দ্র. এল.বি. এম. সি-র ডান পাড়ে, ৯২৭,৯৩৮, ৯৫০ আউটলেট বন্ধ থাকবে।

২. পুরাতন ডি.এম.সি.

ক. ১ এম.সি.-১৬৭ চেন পর্যন্ত, খ. ১ এ.এম.সি.-১০০ চেন পর্যন্ত, গ. ২ এ.এম.সি.-২১৭ চেন পর্যন্ত, ঘ. ২ এ.এম.সি.-৯০ চেন পর্যন্ত, ঙ. ২ বি.এম.সি.-১২৪ চেন পর্যন্ত জল যাবে।

৩. ডি.বি.সি. (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল)-০-২৬৮ চেন অবধি জল যাবে।

ক. ওয়াটার কোর্স-২৬৮-৯০ চেন পর্যন্ত,
খ. ওয়াটার কোর্স-২৩৪-৭৬ চেন পর্যন্ত,
গ. ওয়াটার কোর্স-২৬৭-৫০ চেন পর্যন্ত,
ঘ. জঙ্গলমহল মেন ক্যানেল--০.০০-৫২৬ চেন।

৪. পি.বি.সি. (পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেল)-৯ চেন হইতে ৮৩৮ চেন (মালদাপাড়া গেট) অবধি জল যাবে।

ক. পি.এ.-২০০ চেন পর্যন্ত, খ. পি.বি./পি.এ.-৪০ চেন পর্যন্ত, গ. পি.৯/পি.এ.-২০ চেন পর্যন্ত, ঘ. ওয়াটার কোর্স-১১০/পি.এ.-৪০পর্যন্ত, ঙ. ওয়াটার কোর্স-১৪৪ / পি.এ.-২৫ চেন পর্যন্ত, চ. এল.ই./পি.বি.সি.-০.০০ চেন হইতে মানকর-গুসকরা রোড পর্যন্ত, ছ) এল.এফ./পি.বি.সি.-০.০০ চেন হইতে মানকর-গুসকরা রোড পর্যন্ত জল যাবে।

৫. ডি.এম.সি. (দামোদর মেন ক্যানেল) পুড়শা থেকে ফিডার হয়ে ফাগুপুর (১৩৪৯ চেন) পর্যন্ত জল যাবে।

ক. আউটলেট ডি.এম.সি., খ. ৩ এম.সি., ৪ সি. ৫ এম.সি., ৪ ও ৪এ, ৪ বি, ৭ এম.সি. পুরো খাল।

৬. ডি.ভি.সি. (দামোদর ব্রাঞ্চ ক্যানেল)-৪৫ চেনের পর ডি.ভি.সি. এবং ইহার সমস্ত শাখা খাল বন্ধ থাকিবে।

ক. ডি.ভি.সি.-০.০০০-৪৫ চেন, খ. ১ বি.সি.-৫৭৮

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২২ জানুয়ারি, ২০১৮

কেরালার মানুষ মোকাবিলা করছেন

কেন্দ্রের মদতে কেরালায় পরিকল্পিত আক্রমণ নামিয়ে আনছে সঙ্ঘ পরিবার। একদিকে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে শারীরিক আক্রমণ, অসত্য ও ঘৃণ্য প্রচার, অন্যদিকে এল ডি এফ সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করছে বি জে পি-আর এস এস। শুধু কেরালাতেই নয়, গোটা দেশেই তারা এই ধরণের 'মিথ্যা প্রচার' চালাচ্ছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক এটাই যে ওরা গোটা দেশের মতোই কেরালার মানুষের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে। সংবাদমাধ্যমের কাছে এক সাক্ষাৎকারে এই অভিযোগ জানিয়েছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ও সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরো সদস্য পিনারাই বিজয়ন। তিনি বলেন ১৯৬৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আর এস এস-এর আক্রমণে কেরালায় ২০০জনের বেশি সি পি আই (এম) নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। ১৯৭১সালের ২৮ ডিসেম্বর কান্নুর জেলার তালাসেরিতে আর এস এস যে দাঙ্গা সংঘটিত করেছিল, তাতে ৭০জনের বেশি মানুষ নিহত হয়।

সংবাদমাধ্যমে পিনারাই বিজয়ন বলেন, বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের প্রভাব কেরালার সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও পড়েছিল। এই আন্দোলন ও পরবর্তীতে বাম আন্দোলনের প্রভাব এতটাই সুদৃঢ় হয় যে কেরালার মানুষ জাত-পাত ও ধর্মীয় ভেদাভেদের বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কেরালায় বামপন্থীদের সমর্থনে সামাজিক বিন্যাসেও বড় পরিবর্তন আসছে। সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝেছেন যে একমাত্র বামপন্থীরাই তাদের স্বার্থে জীবন দিয়ে লড়াই করছে। বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ এলডিএফ-র কাছাকাছি আসছেন। আর এজন্য আর এস এস-বি জে পি কেরালাকে জাত-পাত-বিভাজনের রাজনীতিতে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ছে। সম্প্রতি বি জে পি সভাপতি অমিত শা, যোগী আদিত্যনাথসহ বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীরা, বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এম পি-রা কেরালায় গিয়ে সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধে জাঠা সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কেরালার মানুষ তাতে সাড়া না দেওয়ায় জাঠা শুরু করার পরের দিনই অমিত শা গুজরাটের অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে আসেন। বি জে পি, আর এস এস কেরালার ক্ষেত্রে যতই ব্যর্থ হচ্ছে, ততই তারা সি পি আই (এম)-এর নেতা-কর্মীদের ওপর দৈহিক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। কেরালায় এল ডি এফ সরকার সাম্প্রদায়িক সমস্ত ঘটনায় যে বা যারা অপরাধী, তাদেরই গ্রেপ্তার করা হবে, প্রশাসনিকভাবে এই নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়েছে। শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে কেরালায় এল ডি এফ সরকারের পক্ষে জেলাস্তরে এবং রাজ্যে সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে। এমনকি সি পি আই (এম) ও আর এস এস-বি জে পি-র দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন নিজে উপস্থিত থেকে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন চুপ থাকার পর আর এস এস পুনরায় তার ভয়ংকর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তিনি বলেন, কেরালার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আমরা এর মোকাবিলা করছি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. পরাধীন ভারতে প্রথম সংগঠিত ধর্মঘট কবে হয়েছিল? কত শ্রমিক যোগ দেয়?

২. গণশক্তি পত্রিকা সন্ধ্যা দৈনিক হিসাবে কবে প্রকাশনা শুরু করে? তখন মূল্য কত ছিল?

৩. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসকে ইংরেজ সরকার কবে বাজেয়াপ্ত করেছিল?

৪. কবে প্রথম 'এক্স-রে' যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল? কে আবিষ্কার করেন?

৫. পৃথিবীতে প্রথম ডাকটিকিট কে কবে ছাপান? নাম কি ছিল? কবে থেকে চালু হয়েছিল?

৬. ঘড়ির সঠিক সময় নির্বাচন কে করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?

৭. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কবে কোথায় জন্মান? তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার কী?

৮. ভারতীয় বিজ্ঞানী নোবেলজয়ী হরগোবিন্দ খুরানা কবে কোথায় জন্মান? কোন সালে কিসে নোবেল পান?

৯. ভারতের মধ্যে প্রথম মেডিকেল কলেজে 'শবদেহ ব্যবচ্ছেদ' কবে করা হয়? কে কে করেন?

১০. ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার জন্য প্রথম ইনসুলিন কবে প্রয়োগ করা হয়? কোথায়?

১১. ভারতে জাতীয় যুব দিবস কবে পালিত হয়? কার স্মরণে এই যুব দিবস? তাঁর কবে জন্ম?

১২. ভারতের প্রথম মহাকাশচারী কে ছিলেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম? তিনি কবে মহাকাশে যান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ফিরে দেখা ২০১৭ সাল

গত ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যার পর

জুন :

১৬ : বিশ্বের চতুর্থতম উচ্চ শৃঙ্গ লোৎসে (৮৫১৬ মিঃ) জয় করেন দেবাশিস বিশ্বাস।

১৮ : অভিনেত্রী রিমা লাগু (৫৯) প্রয়াত হং। প্রয়াত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনিল দাভে।

২০ : ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হন ডাঃ সাহান রুহানি।

২২ : পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বাঙালি মুসলিম পর্বাতারোহী সেখ সাহাবুদ্দিন (৩৮) এভারেস্ট জয় করেন।

২৩ : জেমস বন্ড খ্যাত অভিনেতা রজার মুর (৮৯) সুইজারল্যান্ডে প্রয়াত হন। জন্ম ১৯২৭ সাল।

২৩ : উত্তর কাশীতে গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনায় ২১ জন মারা যান।

২৪ : চুক্তিমতো নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েন পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড।

২৬ : এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু (৯.১৫ কিমি) ভূপেন হাজারিকা সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

২৭ : এভারেস্টে ২১বার আরোহন করে নজির গড়েন নেপালের কামিরিটা শেরপা। বয়স ৪৭ বছর।

৩০ : এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম জন হুগলির অর্চিস্মান পানিগ্রাহী।

৩১ : সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি হন আলেকজান্ডার ভিউসিক।

জুলাই :

২ : রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি নিরুপম সেন (৭০) প্রয়াত হন।

৪ : আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কল্পনা চাওলা' বৃত্তি পান মহারাষ্ট্রের মেয়ে সোনাল বারেরওয়াল (২১), সোনাল আয়ারল্যান্ডের কর্ক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পড়ার সুযোগ পাবে।

৬ : ভারতের নির্বাচন কমিশনার হন অচল কুমার জ্যোতি। তিনি নাসিম জায়েদির স্থলাভিসিক্ত হন।

৯ : বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুমিতা সান্যাল প্রয়াত হন। জন্ম ৯.১০.১৯৪৫ দার্জিলিং-এ।

১১ : কাশ্মীরের অনন্তনাগের কাছে অমরনাথ যাত্রীদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৭ জন প্রাণ হারান। বাসচালক সেখ সালিম গফুরের সাহসিকতায় ৫৪জন প্রাণে বাঁচেন।

১১ : প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট মঙ্গেল তেণ্ডুলকর (৮২) প্রয়াত হন।

১২ : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত জ্যাজ সুরকার রেমন্ড ছিকাপা এনক ফিরি (৭০) প্রয়াত হন।

১৩ : ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী লিউ সাওরো ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। জন্ম ২৮.১২.১৯৫৫

১৪ : গাজিয়াবাদ-দিল্লি-গুরগাঁও রুটে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ চালিত ট্রেন চালু হয়।

১৫ : ইরানি গণিতজ্ঞ 'ফিল্ডস' মেডেল জয়ী মরিয়ম মির্জা ঘানি (৪০) প্রয়াত হন।

১৬ : অমরনাথের পথে বাস উল্টে ১৬ জন অমরনাথযাত্রীর মৃত্যু হয়। আহত ৩০ জন।

১৬ : সিকিমের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারী (৭৬) প্রয়াত হন।

১৭ : সর্বোচ্চ ১৯টি গ্রান্ডস্ল্যাম (উইম্বলডন কাপ) জিতে সুইস টেনিস তারকা রজার ফেডেরার ইতিহাস গড়েন।

১৯ : নাগাল্যান্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন টি আর জেলিয়াং।

২০ : ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এন ডি এ প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দ বিরোধী প্রার্থী মীরা কুমারকে ভোটে হারিয়ে জয়ী হন (৬৫ শতাংশ ভোট পান)।

২২ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একলাখ টনের বিমানবাহী আধুনিক রণতরীর উদ্বোধন হয়।

২৪ : ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদ হল থেকে শেষ বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বিদায় নেন।

২৫ : ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন রামনাথ কোবিন্দ। জন্ম ১.১০.১৯৪৫।

২৫ : প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক যশ পাল (৯০) প্রয়াত হন।

২৬ : বাংলার মেয়ে সায়নী দাস ১৪ ঘন্টা ৮ মিনিট সময় নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। বাড়ি বর্ধমান জেলার পূর্ব সাতগেছিয়ায়।

২৮ : বলিউড অভিনেতা ইন্দ্রকুমার (৪৩) প্রয়াত হন।

৩০ : কিংবদন্তি ধ্রুপদ শিল্পী ওস্তাদ সৈয়দউদ্দিন ডাগর প্রয়াত হন।

৩১ : পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার শ্যাম শেপার্ড (৭৩) প্রয়াত হন। ওদিনই ফরাসি অভিনেত্রী, গায়িকা জেন মুরু (৮৯) প্রয়াত হন।

আগস্ট :

২ : ব্রিটেনের প্রিন্স ফিলিপ (৯৬) রাজকীয় দায়িত্ব থেকে অবসর নেন।

২ : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেব (৮৩) প্রয়াত হন।

৫ : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ভেঙ্কাইয়া নাইডু জয়ী হন। তিনি গোপালকৃষ্ণ গান্ধিকে পরাজিত করেন।

৮ : পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা জ্ঞান সিং সোহম পাল (৯৩) প্রয়াত হন।

১২ : বিশ্বের প্রবীণতম ব্যক্তি ইজরায়েল ক্রিস্টাল (১১৩) প্রয়াত হন।

১৩ : বিশিষ্ট অভিনেত্রী শোভা সেন (৯৪) প্রয়াত হন। জন্ম ফরিদপুরে ১৯২৩ সালে।

১৪ : এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান কুমেরু (অ্যান্টার্কটিকা)-র বরফের নীচে ৯১টি আগ্নেয়গিরি আছে।

১৬ : পাকিস্তানের ক্রিকেটার জুয়ের আহমেদ খেলার সময় মাথায় বল লেগে মারা যান।

১৭ : পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের ফ্রিটউনের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে ধ্বস নামার ফলে ৪০০ জনের মৃত্যু হয়। নিখোঁজ ৬০০ জন।

১৮ : স্পেনের বার্সেলোনার লাস রামক্লাস পর্যটন এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৩ জনের মৃত্যু ও ১০০ জন আহত হন।

১৯ : পুরী-হরিদ্বার উৎকল এক্সপ্রেস উত্তরপ্রদেশের খাটউলি স্টেশনের কাছে ৬টি বগি লাইনচ্যুত হলে ২৩ জনের মৃত্যু এবং শতাধিক আহত হন।

২৭ : আমেরিকার টেক্সাসের পর হউস্টন প্রদেশে হ্যারিকেন ঝড় 'হার্ভে' আছড়ে পড়লে কয়েক শত মানুষ মারা যান। কয়েক হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে।

২৮ : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন দীপক মিশ্র।

২৮ : গুরু গুরমিত রামরহিম সিংকে ধর্ষণকাণ্ডের শাস্তি হিসাবে ২০ বছরের জেল হয়।

সেপ্টেম্বর :

৩ : উত্তর কোরিয়া সফলভাবে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এটি নিয়ে ষষ্ঠবার পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে উত্তর কোরিয়া।

৬ : প্রখ্যাত নির্ভীক সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে উগ্রমৌলবাদীরা হত্যা করে।

১৩ : সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হন হালিমা ইয়াকুব। জন্ম ২৩ আগস্ট, ১৯৫৪।

১৪ : মালয়েশিয়ার রাজধানী শহরে একটি মাদ্রাশায় আগুন লেগে ২৪ জনের মৃত্যু হয়।

১৪ : গুজরাটের সবরমতী স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে আমেদাবাদ মুম্বাই রুটে বুলেট ট্রেন চালানো প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

সংকলন : কাজী আবদুল করিম

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

পোস্ট অফিসে লিঙ্ক যন্ত্রণা

গত কয়েকদিন ধরেই টানা চলছে 'লিঙ্ক নেই'-এর ঘটনা। বর্ধমান শহরের সমস্ত ডাকঘরেই লাইন কিন্তু বেলা দুটোর পর সবই ফাঁকা কারণ লিঙ্ক এখনো আসেনি। অসংখ্য মানুষ যাদের শুধু মাসিক সুদের টাকায় সংসার চলে তাঁদের অবস্থাটা বেশ করুণ। অবশ্য স্বল্প সঞ্চয়ে সব জমাতেই সুদ দিন দিন শীর্ণকায় হচ্ছে। পোস্ট অফিসের মূল সার্ভার চেন্নাইতে। লিঙ্ক না থাকলে টাকা পয়সা লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই গ্রাহকদের বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হচ্ছে। পোস্ট অফিস এখন মূলত বরিষ্ঠ নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের আমানতের কাজই চালাচ্ছে। চিঠিচাপাটির ব্যাপারটা প্রায় ঐতিহাসিক যুগের বিষয় হয়ে গেছে। মানিঅর্ডারে টাকা পাঠানো এখন অনেক কম। পোস্টকার্ড, খাম প্রায় প্রত্নসামগ্রিতে পরিণত হয়েছে। বেশ ক'বছর ধরে নতুন নিয়োগ প্রায় নেই। অধিকাংশ সাব পোস্ট অফিসগুলিতে 'একা কুম্ভ' রক্ষা করেন সমস্ত দায়ভাগ। বর্ধমান শহরের বড় পোস্ট অফিসে বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমা দেওয়া এবং তোলা প্রায় হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। অসম্ভব লাইন পুরুষ-মহিলা এজেন্টদের তারপর গ্রাহকদের। ভিড় ঠেলে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে বইটি যখন প্রিন্টার থেকে আপনার হাতে এল—ছাপা দেখে কান্না পাবে, কারণ কালির আধিক্যে পাঠোদ্ধার করা দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাব অফিসগুলিতে কোনো প্রিন্টার নেই। সেখানকার 'মাস্টারমশাইরা' হাতে লিখেই কাজ সারেন। অনেক ডাকঘরে লাইনে দাঁড়ানোর আচ্ছাদন পর্যন্ত নেই। আগামী গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় কি সাংঘাতিক অবস্থার মুখোমুখি হবেন স্বল্প সঞ্চয়কারীরা। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ বিষয়গুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন।

অর্ণব চক্রবর্তী
বর্ধমান

দেশ ও সমাজ

অশান্ত আসাম : চাই গণতান্ত্রিক উদ্যোগ

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

—গত সংখ্যার পর

আসামের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং এই ইতিহাস ভাষা ও সংস্কৃতির সংঘাতের দ্বারা বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে আসামের রাজনীতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে ভাষা ও সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্যক পরিচিতি ছাড়া কোনো বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করলে তা আসামের সামাজিক ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। যেমনটা হয়েছিল ১৯৭৮ সালের বরুণ সেনগুপ্তের প্রবন্ধে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ যখন আসাম অধিগ্রহণ করে তখন আসামের প্রশাসনিক ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে আসামের প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্যে বঙ্গদেশ থেকে যাওয়া বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে আসামের অসমীয়াভাষীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দুই দশক পর বাংলা ভাষা প্রত্যাহৃত হয়। এখান থেকেই অসমীয়া-বাঙালি অবিশ্বাসের জন্ম। ব্রিটিশ অধিকৃত আসাম রাজস্ব ঘাটতি রাজ্য ছিল, তাই ১৮৭৪ সালে তৎকালীন বঙ্গদেশ থেকে রাজস্ব সমৃদ্ধ অঞ্চল গোয়ালপাড়া, সিলেট ও কাছাড়কে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়। এই অঞ্চলগুলি ছিল পূর্বতন আসাম রাজ্যের তুলনায় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। ফলে আসামের জনসংখ্যায় বঙ্গভাষীদের পক্ষে এক বিরাট ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়। এছাড়াও বিংশ শতকে পরিষদীয় রাজনীতি শুরু হওয়ার পর আসামের রাজনীতিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সিলেটের বঙ্গভাষী মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব ও অসমীয়া সমাজের মধ্যে সংঘাতের জন্ম হয়। এর মাধ্যমেও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়। আসামের স্থানীয় কৃষক সমাজ জলাজমিতে চাষবাস জানতেন না। ফলে বিরাট অকর্ষিত জমি ছিল আসামে। অন্যদিকে তদানীন্তন বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জমিতে জনসংখ্যার চাপ ছিল প্রবল। দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন আসামের খাদ্য উৎপাদনে বৃদ্ধির জন্যে ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে বঙ্গভাষী মুসলিম কৃষকদের আসামের চর অঞ্চলে বসত প্রদান করেন। এতে আসামের খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাট বৃদ্ধি পায়। প্রথমদিকে আসামের অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজ এই পক্রিয়াকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে এই প্রব্রজন এবং সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার সংযুক্তির ফলে আসামে বঙ্গভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অসমীয়া সমাজ। স্বাধীনতার সময় সিলেট চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে। সরকারি উদ্যোগে আসামের ভাষিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বঙ্গভাষী মুসলিমদের জোর করে ১৯৫১ সালের জনগণনায় অসমীয়াভাষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে অসমীয়ারা আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে আসামের ভাষা আইন নিয়ে আবার বাঙালি-অসমীয়া সংঘাতের জন্ম হয়। নানা জায়গায় বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বরাকে ভাষা আন্দোলন হয় ১৯৬১ সালে। এগারো জন যুবক যুবতী ১৯ মে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন। সরকারিভাবে বরাক উপত্যাকার জন্যে বাংলা ও আসামের অন্য অঞ্চলের জন্যে অসমীয়া রাজ্যসভার স্বীকৃতি পায়। ১৯৭২ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা হয়। বরাকে ভাষা আন্দোলন হয়। যুব ফেডারেশনের নেতা শহিদ হন। ১৯৮৬ সালে আসামের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ অসমীয়া ভাষাকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি করলে প্রতিবাদে আবার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে ওঠে। পুলিশের গুলিতে আরো দুই তরুণ প্রাণ বিসর্জন দেন। ১৯৯৬ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার স্বীকৃতি চেয়ে আন্দোলন করলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন এক তরুণী। এই পূর্ব ইতিহাস পেরিয়েই আজকের নাগরিক তালিকার নবীকরণ।

এমন একটি ইতিহাস রয়েছে যে রাজ্যে সেখানে ভুলে ভরা নাগরিক পঞ্জির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্ক আরো বেশি ছড়িয়েছে কতগুলি বিষয়ে সরকার বা আদালতের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য না থাকায়। ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ থেকে কী সংখ্যায় মানুষের আগমণ ঘটেছে এ নিয়ে নানা সংগঠন, এমনকী সরকার পক্ষের নানা মানুষের নানা ধরনের বয়ান। কোনো প্রমাণ ছাড়াই যে যার ইচ্ছে মতো ১০ লক্ষ, ২০ লক্ষ, ৫০ লক্ষ বা ১ কোটি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যদিও তথ্য বলছে অন্য কথা। ১৯৭১ সালের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় হারের চেয়ে আসামের বৃদ্ধির হার কম। এই সময়পর্বে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তারা আইনর চোখে অবৈধ হলেও তারা কেউ চক্রান্ত করার জন্যে আসামে আসেননি। ধর্মীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা শুধু আসামে আসেননি। বরং অধিকাংশ মানুষ এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। প্রশ্ন উঠেছে, জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে যে মানুষগুলির নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? প্রায় ৫০ বছর এ দেশে বসবাস করার পর এদের ঠাঁই হবে কোথায়? বাংলাদেশের সাথে যেহেতু ভারত সরকারে এই মর্মে কোনো চুক্তি নেই, তারা এই মানুষগুলিকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবেন না। এই মুহূর্তে সন্দেহযুক্ত অনুপ্রবেশকারীদের বন্দিশিবিরে অন্তরীণ করা হচ্ছে, যা চরমতম অন্যায়। ভারত সরকার যেহেতু আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষরকারী নয়, ফলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে শরণার্থীদের মর্যাদা দিতেও সরকার বাধ্য নয়। রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারের এ সংক্রান্ত বিষয়ে নীরবতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন অবস্থানের জন্যে ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে ইতোমধ্যে। বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত প্রবঞ্চনামূলক আইনটি আসামের অসমীয়াভাষী মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। তারা ভয় পাচ্ছেন এর মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেও অনুপ্রবেশ বৈধ হয়ে যাবে। এ নিয়েও মিথ্যা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদী সংবাদমাধ্যম ও সংগঠনগুলি। এমন একটি অবিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিভেদবাদী শক্তি। এই মুহূর্তে আইন ও সংবিধান সম্মত ব্যবস্থার সপক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের নাম জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির নিশ্চয়তার পাশাপাশি এর বাইরে থাকা সমস্ত নির্যাতিত মানুষের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি নিয়ে আসামের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের সাথে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মিলিতভাবে সোচ্চার হওয়া জরুরি। এই প্রতিবাদ সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত বা প্রাদেশিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলে অবিশ্বাসের বাতাবরণের অবসান হবে না।

আসামে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের নাগরিক পঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তি, বঙ্গভাষী সংখ্যালঘু মানুষদের সর্বপ্রকার হয়রানি দূর করা, প্রস্তাবিত অগণতান্ত্রিক নাগরিক বিলের বিরোধিতা, নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষদের মানববাধিকার সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও আসাম রাজ্যের সরকারের স্পষ্ট নীতি ঘোষণা এবং সর্বোপরি বহুভাষিক আসামের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আহ্বান জানিয়ে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

(শেষ)

ত্রিপুরার বর্ণমালা

অরুণ মজুমদার

আমি তিনবার ত্রিপুরা গিয়েছি বিভিন্ন কাজে অকাজে। অবশ্য ভ্রমণও একটা কাজ। একটা দেশ, একটা জাতি, তার লোকজন, আচার আচরণ জানতে ভ্রমণ অবশ্যই একটা অন্যতম মাধ্যম। আমি ত্রিপুরার লোকজনকে জানতে ওখানে গেছি। আগরতলা থেকে ধর্মনগর, মাঝখানে আরো কিছু দর্শনীয় স্থান অবশ্যই দেখে নিয়েছি।

ত্রিপুরাকে আগে আমরা জানতাম হিল ত্রিপুরা নামে। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, আয়তন ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার মাত্র। রাজমালা ত্রিপুরী রাজবংশের ইতিহাস। তেরশো বছর ধরে একই রাজবংশ এখানে রাজত্ব করতেন। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সব বাংলাভাষাতেই হতো, কারণ রাষ্ট্রভাষা বাংলা। যে বাংলাভাষার জন্য ঢাকার রাজপথে একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তে রাঙা ইতিহাস রচনা করেছে পূর্বপাকিস্তান, পরবর্তীতে তাই বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে। এর অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

এই ভাষার টানেই রবীন্দ্রনাথ বার বার ছুটে গেছেন রাজধানী আগরতলায়। 'রাজমালা'র প্রথম রাজার নাম চন্দ্র। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এক তালিকা—শেষ চার জনের নাম মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এবং শেষজন বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। এই চারজন মহারাজার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এই চারজনই বাংলা ভাষার অনুরাগী ছিলেন। যদিও এঁরা ছিলেন 'ফা' নামক একটি উপজাতীয় মানুষ। বাংলা চর্যাপদের কিছু অংশ এখানে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে ত্রিপুরা রাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ কবি' আখ্যা দেন ১৮৮৩ সালে।

আবার শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দেন। রাজা নিজে আসতে পারননি কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি রাজকীয় পোষাক পরে শান্তিনিকেতনে এসে কবিগুরুকে এই সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এটা চালু প্রথা। আর ক'দিন পরেই ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা 'লিজিয় দ্য অনার' পুরস্কারে ভূষিত করবেন বাঙালির এক গর্বের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক কবিতা ছেপে আমরা গর্বিত।

ত্রিপুরার সঙ্গে বাঙালির আরো আরো সম্পৃক্ত থাকার ঘটনা আছে। রবীন্দ্রনাথের বোলপুর বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর অর্থসংকটের দিনে বারবার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ত্রিপুরা রাজগণ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিলাতে যেয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত সেই প্রমাণের অর্থনৈতিকভাবে উদ্যোগী ছিলেন ত্রিপুরারাজ এবং মানসিকভাবে উদ্যোগী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মরণ করেন সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের কথা। দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বৃহৎ বঙ্গ-এর ছাপার ব্যবস্থাও করেন ত্রিপুরার রাজ। অসুস্থ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কিছু বিখ্যাত লেখার পটভূমি এই ত্রিপুরা। বার বার ত্রিপুরা বহিরাগত শরণার্থীদের সহায়তা করেছে? আওরঙ্গজেবের ভাই সুজাকে আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরা। একটি মসজিদও এখানে আছে তাঁর নামের স্মৃতি বহন করে। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি প্রদেশ হিসাবে গণ্য হয়। বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য শরণার্থী রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ক্রমে তাঁরা ত্রিপুরার উন্নতি এবং ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরা চলে আসেন এবং দশরথ দেবের সঙ্গে মিলে কাজ শুরু করেন। উপজাতীয় জোতদারদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য গ্রাম নগরে সংগঠন গড়ে তোলেন। শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। উপজাতি অনুপজাতি মিলে শুরু হয় এক নতুন ভারত গড়ার উদ্যোগ। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বামপন্থীরা। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব। দশরথ দেবকে একসময় ত্রিপুরার মুকুটহীন সম্রাট বলা হতো। বামফ্রন্টের সরকার ভাঙার জন্য একসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব ঘাঁটি গাড়লেন আগরতলায়। উনি শিলচরের মানুষ। কেন্দ্রের মন্ত্রী হবার সুবাদে কেন্দ্রীয় ক্যাডারের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে চক্রান্ত করে সরকারের পতন ঘটালেন। যদিও কংগ্রেস বেশিদিন সরকার চালাতে পারেনি অপদার্থতার জন্য। আজ যখন দেখি এত বছর পরে, একই ইতিহাসের নতুন পাঠের আঙ্গিনা। কেন্দ্রীয় নেতা তথা বিজেপির সভাপতি ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায়। উজাড় করে দিয়েছেন টাকার থলি। সরলমতি উপজাতি যুবকদের আচ্ছে দিনের বড়ি গেলানোর অশুভ চক্রান্তে মেতেছেন। টাকা ছড়িয়ে, জাতিদাঙ্গা বাঁধানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। রাজ্যে বিভেদের পশরা সাজিয়ে রঙিন স্বপ্ন ফিরি করার খেলায় মেতেছেন। তখন ভয় হয়

—এরপর চারের পাতায়

সংস্কারমুক্তমনা গীতাদি

জহরলাল সাঁই

পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারার কারণে আমাদের সমাজে এখনো কোনো কোনো গৃহবধূকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হতে হয়। 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা'—এতো হিন্দু শাস্ত্রের অন্যতম সূত্র। বহু হিন্দু দম্পতি যখন মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, মৃত্যুর পর পুত্রের হাতে মুখাগ্নি সংযোগ না হলে তাঁদের স্বর্গারোহন হবে না, গীতা হাজরা তখন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্পাদককে তিনি লিখিতভাবে জানিয়ে গেছেন যে, মৃত্যু হলে "আমার মৃতদেহ পার্টি অফিসে যাবে, বাড়িতে থাকবে না। আমায় নির্মল ঝিলে দাহ করবে। আমার মুখাগ্নি হবে না, অশৌচ পালন হবে না।" তাঁর শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে পার্টি

কমরেডদের নেতৃত্বে তিন সন্তান নির্মল ঝিলে উপস্থিত থাকলেও গত ১৫ জানুয়ারি, ২০১৮ মুখাগ্নি কার্যে অংশগ্রহণ করেননি। দৈনন্দিন জীবনযাপনে তিনি কুসংস্কার হতে দূরে থাকতেন, মরণের পরেও তিনি সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় রেখে গেলেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে গীতাদির জন্ম। জগদীশচন্দ্র রায় (ডাক্তার) ও কনকলতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন তিনি। লম্বা, ছিপছিপে সুন্দরী যখন আই.এ. ক্লাসে পড়ছেন, তখন তাঁর বিয়ে হয় দীর্ঘদেহী রূপবান জমিদার-তনয় সর্ববিজয় হাজরার সঙ্গে। বর্ধমান শহরের রানিগঞ্জ বাজার এলাকায় বৃহৎ যৌথ পরিবারের বড় বধূরূপে যখন প্রবেশ করলেন, তখন হতেই সে বাড়িতে সর্ববিজয়দার সঙ্গে বিনয় চৌধুরী, কালো চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখের আড্ডা। সে আড্ডাই হোল গীতাদির সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষা গ্রহণের উৎসস্থল। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল ধনী পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অভিজাত সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত করলেন না। নিজেকে গড়ে তুললেন de-classed হিসেবে, হয়ে উঠলেন গরিবের বন্ধু। পাড়ায় এমনকি বৃহত্তর শহর এলাকাতেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মহিলাকেন্দ্রিক সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিপীড়িত মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। সে কারণেই প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যেও ১৯৭০-র দশকে বর্ধমান পৌরসভার নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে পেরেছিলেন। গীতাদির ৮৮ বছরের জীবন পরিক্রমার বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয়েছে সিপিআই(এম)-র শাখা সংগঠন মহিলা সমিতির সাংগঠনিক বিকাশের কাজে। আর্থিক অনটন, সর্ববিজয়দার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন ইত্যাদি পারিবারিক টানাপোড়েন কোনো কিছুই তাঁকে মহিলা সমিতির কর্মসম্পাদন থেকে দূরে রাখতে পারেনি। মিটিং-মিছিল, হাট-বাজার সর্বত্রই গীতাদিকে দেখা যেত সাদা শাড়ি-ব্লাউজ পরিহতা ঘোমটা মাথায়। ঘরে-বাইরে চালচলনে, কথাবার্তায় জীবনযাপনে ছিল না কোনো দ্বিচারিতা, সহজ সরলভাবে জীবনের সংগ্রামে রত ছিলেন। মরণের পরেও তাঁর দেহ যেন সাদামাটাভাবে ভস্মীভূত হয়—সে নির্দেশ রেখে গেলেন, সন্তানদের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করার থেকে নিবৃত্ত করে গেলেন। রেখে গেলেন সংস্কারমুক্তমনা মানুষের পরিচয়, এহেন সংগ্রামী গীতাদিকে জানাই প্রণাম।

লোকশিল্পীরা অবহেলা সহ্য করবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২০ জানুয়ারি : লোক শিল্পীদের অবহেলা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৩ দফা দাবির সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানালেন আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের কনভেনশন।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে জাহান্নগর পঞ্চায়েতের সুলন্টু গ্রামে দেশবন্ধু পাওয়ারলুম চত্বরে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন আদিবাসীও লোকশিল্পী সংঘের প্রধান সদস্য অঞ্জলী দাস। কনভেনশন শুরুতে লোকশিল্পীদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।

সংগঠনের ১৩ দফা দাবিপত্র পাঠ করেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সহ-সম্পাদক সুশান্ত পণ্ডিত। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পীসংঘের শিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক রহমান শেখ। তিনি বলেন, লোকশিল্পী সংগঠন এলাকার দুঃস্থ গরিব অসহায় শিল্পীদের সংগঠন। আজও অনেক লোকশিল্পীকে অবহেলা সইতে হচ্ছে। তাদের পরিচয়পত্র প্রদান, চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। অডিশনের নামে চলছে ব্যাপক অনিয়ম। দক্ষ শিল্পী প্রধান শিল্পীদের চক্রান্ত করে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি এই অনিয়মের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও লোকশিল্পীদের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে লোকশিল্পীদের চর্চাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। অনেক দক্ষ শিল্পী যারা অডিশনের থেকে বাদ পরেছে তাদের অডিশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৩ দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পীরা জেলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ছে। জেলায় অবলুপ্ত প্রায় লোকশিল্পীগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এছাড়া লোকশিল্পীদের ট্রেনে বাসে ছাড় দিতে হবে। চারু ও কারুশিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতি ও ভাতা দিতে হবে। পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির অন্তর্গত ১৭ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭০০০ শিল্পী রয়েছে, গোটা বর্ধমান জেলায় ৭০০০০০ শিল্পী রয়েছে, তাদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন কনভেনশনে নিম্নলিখিত ১৬ দফা দাবিপত্র পাঠ করা হয়। দাবিগুলি হল—

১. লোকশিল্পী আদিবাসী শিল্পী সহ তপশিলী, আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষদের অর্জিত অধিকার হরণ করা বন্ধ করো।
২. তপশিলী, আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, বঞ্চনা বন্ধ করা।
৩. ১৮ বছর বয়স থেকে শুরু করে সক্ষম সকল লোকশিল্পীকে পরিচিতি পত্র ও অনুষ্ঠান দিতে হবে। তপশিলী আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের পদ্ধতি সরলীকরণ করে হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।
৪. শুধুমাত্র সরকারি প্রচারক হিসাবে না রেখে পরম্পরাগত লোকসংস্কৃতির ধারক বাহক লোকশিক্ষক হিসাবে লোকশিল্পী আদিবাসী শিল্পীদের সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে হবে।
৫. জাতিধর্ম নির্বিশেষে আয়োজিত গ্রামীণ ঐতিহ্যপূর্ণ মেলা ও উৎসবে সরকারি সহায়তা অবিলম্বে চালু করো। সরকারি প্রচারের জন্য শিল্পী বাছাই-এর ক্ষেত্রে বয়সসীমা রাখা চলবে না, যোগ্য শিল্পীদের সুযোগ দিতে হবে।
৬. তপশিলী আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির জন্য সংরক্ষিত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল শূন্যপদ (বকেয়া সহ) সাংবিধানিক শর্ত অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। শিক্ষা ও কাজে সংরক্ষণ তুলে দেবার চক্রান্ত বন্ধ করো। বেসরকারী সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ তুলে দেবার চক্রান্ত বন্ধ করো। বেসরকারী সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করো।
৭. আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমির অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বনাঞ্চল অধিকার আইন যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে। তপশীলি ও আদিবাসীদের বর্গাদার, পাট্টাদার অধিকার থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।
৮. কেন্দ্রীয় সরকারকে তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য স্পেশাল কমপোনেন্ট প্ল্যান এবং আদিবাসীদের জন্য ট্রাইবাল স্পেশাল প্ল্যান অবিলম্বে পুনরায় চালু করতে হবে।
৯. SC এবং ST নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন (SC-ST Prevention of Atrocities Act) যথাযথভাবে প্রয়োগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতি বৈষম্য ও নিপীড়ন রুখতে এবং দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে "রোহিত আইন" চালু করতে হবে।
১১. রাজ্য সরকারকে তপশিলীদের জন্য স্পেশালকমপোনেন্ট প্ল্যান এবং আদিবাসীদের জন্য স্পেশাল ট্রাইবাল প্ল্যান বজায় রাখতে হবে।
১২. অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ঐ অংশের মানুষদের জন্যই খরচ করতে হবে।
১৩. স্কুল ও কলেজে পাঠরত তপশিলী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রদান করতে হবে।
১৪. রাজ্যের SC-ST ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সমস্ত বন্ধ হোস্টেল চালু করতে হবে।
১৫. এ রাজ্যের তপশিলী আদিবাসী মানুষদের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।
১৬. পণ্ডিত "রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়" এবং "একলব্য মডেল স্কুলের" আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

বোরো চাষের জল কোথায় কোথায় যাবে

—প্রথম পাতার পর

চেন, গ. ১এ/১ বি. সি. ০.০০০-৬৫.৮৪ চেন, ঘ. ১ বি./১বি.সি.- ০-৭৫ চেন, ঙ. ১ সি/১ বি.সি.-৯০ চেন চ. ১ ডি / ১ বি.সি.-০-১৩৪ চেন, ছ. ই/১ বি.সি.-০-১০৫ চেন, জ. ১ এফ/১ বি.সি.-৭৪ চেন।

৭-এম.সি. সিরিজি — ভিটা গেট অবধি জল যাবে।

ক. ৬ এম.সি.-০.০০০ চেন-৩.৮৮ চেন (ভিটা গেট), খ. ৬ এ.এম.সি.-০.০০০ চেন-৩২০ চেন (রামনগর গেট), গ. ৬ বি.এম.সি.-০.০০ চেন-১৪০ চেন (বড়শুয়া), ঘ. সি.এম.সি.-০.০০ চেন — ৭২ চেন, ঙ. ওয়াটার কোর্স-২৫০ ০-২৪৬ চেন. চ. ওয়াটার কোর্স-৪৮-০-৯৮ চেন (কান্টিয়া)।

৮. এল.বি.এম.সিরিজ (পুরশা থেকে পাল্লা)

ক. লিঙ্ক ক্যানেল এবং এন্টারসেপটেড-৪ বি.এম.সি., খ. ইন্টারসেপটেড-৩ এম.সি., গ. মাইনর-৪ বি-৬০ চেন পর্যন্ত, ঘ. এল. ৫ অফ.এল.বি.এম.সি. টেল পর্যন্ত, ঙ. মাইনর এল.৫ - ৮০ চেন পর্যন্ত জল যাবে, চ) সরাসরি আউটলেট মারফত।

৯. ইডেন খাল (২৮০৫ চেন পাল্লা হইতে ৩১৬৭ চেন হারালা পর্যন্ত) জল যাবে।

ক) ব্রাঞ্চ-১-০.০০ চেন হইতে ৪৭০.০০ চেন, খ. ব্রাঞ্চ-২ ০.০০০-চেন হইতে ৪৪০.০০ চেন (দত্তপাড়া), গ. ব্রাঞ্চ-২ / ১-০.০০ চেন হইতে ৬০.০০ চেন (আমরা চেন পর্যন্ত), ঘ. ব্রাঞ্চ-২/২-০.০০-১০৩ চেন (মুরাগাছা)

১০. কানা নদীর হিরণ্য গ্রাম অবধি জল যাবে এবং তারপর ক্যানেল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে।

১১. কানা দামোদর-০.০০ চেন (হারালা) হইতে ২৮৫ চেন (মণিরামবাটি) পর্যন্ত জল যাবে

১২. ওল্ড গাঙ্গুর ও নেভিগেশন চ্যানেল - টেল পর্যন্ত জল যাবে।

১৩. নিউ গাঙ্গুর খাল—৫.০০০ চেন-৩৬০.০০ চেন (পাল্লা হইতে ছিনুই গেট পর্যন্ত) জল যাবে।

১৪. বেহুলা ০.০০০-৩৬২.০০ চেন (পাতরা পর্যন্ত) জল যাবে।

আবেদন :

১. এবার বোরো চাষের জল পর্যায়ক্রমে ১০ দিন দেওয়ার পর ৮ দিন বন্ধ থাকবে।
২. ক্যানেলের শেষ থেকে জল বন্টনের বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু করতে সাহায্য করুন।
৩. আল বেঁধে জল রাখুন। মনে রাখবেন জলের অপর নাম জীবন।
৪. সেচ দপ্তরের নির্দিষ্ট পাইপ থেকে জল নেবেন।
৫. কোন অসুবিধা হলে নিকটস্থ সেচ দপ্তরের অফিসে যোগাযোগ করুন।
৬. রাত্রি বেলা গেট বন্ধ রেখে জল ধরে উঁচু জমিতে দেওয়ার প্রবণতা এবং সকাল বেলায় সমস্ত ধরা জল একই সঙ্গে ছেড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বন্ধ রাখুন।
৭. ক্যানেলের ইন্সপেকশন পথ কেটে অবৈধভাবে পাইব বসিয়ে জল নেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন।
৮. সেচ বিভাগ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, গেট কমিটির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে জল বন্টনে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করুন।

জলের খরচ কমাতে শ্রী (Sri) পদ্ধতিতে চাষ করুন। প্রয়োজনে জেলা কৃষি অধিকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা ও সাইকেল র‍্যালি

—প্রথম পাতার পর

এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপরে ভগৎ সিং মোড়ে অপর অনুষ্ঠানে 'বিজ্ঞানের জন্য যাত্রা' ও 'সাইকেল র‍্যালি'র অংশগ্রহণকারীরা নাটক ও গান পরিবেশন করেন। ২২ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমানে ঢুকেছে এই র‍্যালি। মানকর, খানাজংশন হয়ে ২৪ জানুয়ারি বর্ধমান শহরের কার্জন গেটে সভা হবে। ২৫ জানুয়ারি বড়শুল মেমারি হয়ে র‍্যালি কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

ত্রিপুরার বর্ণমালা

—তিনের পাতার পর

বইকি।

ভারতে তো গণতন্ত্র বার বার লাঞ্ছিত হয়েছে শাসকশ্রেণির হাতে। ১৯৫৯ সাল। দিল্লির মসনদে কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পুরোহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী, তস্য কন্যা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। এর্ণাকুলাম মুন্নেত্রা শঙ্করণ নাম্বুদিরিপাদ কেরালার মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের প্রথম অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। কেরালায় কংগ্রেস বিমোচন সমিতি গঠন করল চার্চ-এর সহযোগিতায়। গীর্জা মন্দির মসজিদ মিলে এক অশুভ আঁতাত। এক পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করা হল প্রতিবাদী মিছিলে গুলি করে কিছু মানুষ হত্যার জন্য। অফিসার জানালেন—তার চাকুরি যাবে। তাকে আশ্বাস দেওয়া হল সারা ভারতে তার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ফলত গণতন্ত্রের পূজারী কংগ্রেসনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চক্রান্তে কেরল সরকারের পতন হল। নাম্বুদিরিপাদ আরো বলেছিলেন—আমাদের সংবিধানের কিছু অপূর্ণতা আছে, তার খোলনলচে পাল্টাতে হবে।

আরে রাম— সংবিধান পবিত্র জিনিষ একে পাল্টাতে বলাতো দেশদ্রোহিতা। নাম্বুদিরি দেশদ্রোহী।

এরপরে এখন পর্যন্ত সত্তর বারের কাছাকাছি সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। কেউই বোধহয় দেশদ্রোহী হয়নি। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর নেতা কে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি : বর্তমানে ভারত সফররত বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর কুষ্ঠিয়া জেলা কমিটির সদস্য ও চারণ সাংস্কৃতিক সংস্হার (বাংলাদেশ) অন্যতম সদস্য সাজাহান আলি দুর্গাপুরে আশিষ জব্বার ভবনে শুভেচ্ছা জানাতে এলে ইস্পাতনগরীর আশিষ-জব্বার ভবনের বিনয় চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার কক্ষে সাজাহান আলি কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত ১নং এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিম বর্ধমানে জেলা কমিটির সদস্য ও বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়। অন্যান্য স্মারক তুলে দেন ১নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীপক ঘোষ ও অন্যান্য এরিয়া কমিটির সদস্যরা। সন্তোষ দেব রায় ও সাজাহান আলি উভয়ে ভারত-বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক জোরদার ও সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপাদাপির বিরুদ্ধে বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহের যৌথ লড়াই গড়ে তোলার ওপর বক্তব্য রাখেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯১৯ সালের ২ জানুয়ারি। ২ লক্ষ শ্রমিক। ২. ১৯৬৭ সালের ৩ জানুয়ারি, ১০ পয়সা। ৩. ১৯২৯ সালের ৪ জানুয়ারি। ৪. ১৮৯৬ সালের ৫ জানুয়ারি, বিজ্ঞানী উইলহেম্স রন্টজেন। ৫. স্যার রোল্যান্ড হিল, ১৮৪০ সালের ৬ জানুয়ারি, 'পেনি ব্ল্যাক'। ৬. বিজ্ঞানী সানফোর্ড ফ্লেমিং। ১৯২৭ সালের ৭ জানুয়ারি। ৭. ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি, আমেরিকায়, 'ব্ল্যাক হোল' (কৃষ্ণ গহ্বর)। ৮. ১৯২২ সালের ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে। ৯. ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি, ডাঃ গুভিতের সঙ্গে মধুসূদন গুপ্ত, উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে। ১০. ১৯২২ সালের ১১ জানুয়ারি, কানাডায় এক যুবকের শরীরে। ১১. ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। ১২. রাকেশ শর্মা, ১৯৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি, পাতিয়ালায় জন্ম। ১৯৮৪ সালের ২ মে।

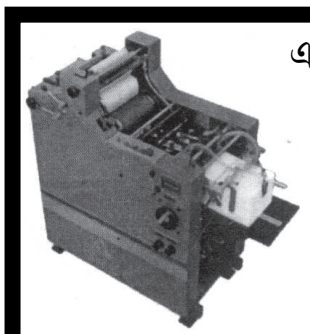

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

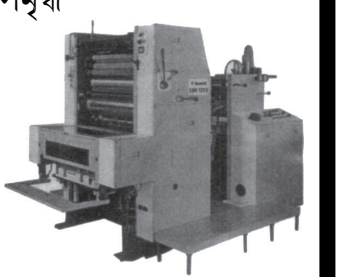

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা